# সরলতা ক্রমশ গায়েব হইতেছে

চন্দন মিত্র

সাহিত্যের বেলাভূমি

ফলতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা

SARALATA KRAMASHO GAYEB HOITECHHE
[ POEM ]
by
Candan Mitra

Published by
Sahityer Belabhumi
Sonakopa Belsingha Falta South 24 Parganas 743504

**প্রথম প্রকাশ** জানুয়ারি ২০২০
**প্রচ্ছদ**
**গ্রন্থস্বত্ব** মানসী মিত্র

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

**সাহিত্যের বেলাভূমি**-এর পক্ষে মহুয়া পাঠক কর্তৃক সোনাকোপা, বেলসিংহা, ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৭৪৩৫০৪ পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত
যোগাযোগ
মোবাইল:৯৭৩৩৯৬৯৮৮১
ই-মেল: arun.belabhumi@gmail.com
এবং
**বর্ণসংস্থাপন** সাহিত্যের বেলাভূমি, সোনাকোপা বেলসিংহা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৭৪৩৫০৪
**মুদ্রণ** এস. এস. প্রিন্ট, ৮, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

দাম ২৫ টাকা

উৎসর্গ

চণ্ডীচরণ মিত্র
(আত্মজের এই বালখিল্যপনা যাঁর দেখে যাওয়াই হল না)

কবির অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ

আমার আত্মার পায়ে বাঁধা ঘুঙুর (কাব্যগ্রন্থ ২০১৯)
জেন: রিপুতাড়িত মানবের নিকট সুসমাচার ও অন্যান্য প্রবন্ধ (২০১৯)

## সরলতা ক্রমশ গায়েব হইতেছে

সরলতা ক্রমশ গায়েব হইতেছে
আর আমি অবিকল হুঁকা হাতে
হিজলতলার মাচায় বসিয়া
জলের শোভা দেখিতেছি
হিজল ফুলের পতন দেখিতেছি
দেখিতেছি বাতাস এখনও
সুঘ্রাণ বহিয়া আনিতেছে...

যাহারা মাচাটি বাঁধিয়া ছিলাম
তাহাদের মধ্যে কেবল আমি
মাচার প্রেমে বাঁধা পড়িয়া আছি
বহুদিন হইল বন্ধুরা হুঁকা টানিয়া
কাশিতে কাশিতে বিদায় লইয়াছে
শুনিতেছি তাহারা এখন নিয়মিত
হুক্কাবারে যায়
আমি হুক্কাবার কী তাহা জানি না
জানিতে চাহিও না

বউ কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসিল
পাশে বসিয়া চুমু খাইয়া বলিল—
তুমি বৃথাই স্মৃতিতাড়িত হইতেছ
আর কেহই আসিবে না
যে কাল আমরা যাপন করিতেছি
তাহা পৃথিবীতে অতীত হইয়াছে
তুমি আমাকে ভালোবাসো
আমিও তোমাকে ভালোবাসি
আমরা ভালোবাসায় কোনও বিকল্প রাখি নাই
পৃথিবীতে এখন পরকীয়া পার্বণ শুরু হইয়াছে
ফলত আমরা ক্রমশ নিঃসঙ্গ হইব
ক্রমশ অবজ্ঞাত হইব ও অতীব শান্তি পাইব
আমরা কখনও প্রশংসিত হইব না
আমরা কখনও প্রশংসিত হইতেও চাহি নাই...



## দুরন্ত উজবেক

ঢুকে পড়লাম বিবর্ণ এক সিনে
অনিচ্ছাতেও ওয়ান ওয়ে পথ
পৌঁছে দিল অনন্ত দুর্দিনে

পিছন দিকের দৃশ্য গেছে মুছে
চোখ কচলে তাকাচ্ছি বারবার
মিইয়ে গেছে যা ছিল মুচমুচে

আঁধার থেকে অন্ধকারের দিকে
পথ চালাচ্ছে দুরন্ত উজবেক
হাতের ছড়ি তীক্ষ্ণ ও লিকলিকে

আমরা সওয়ার নিতান্ত বাধ্য
ভয় করি না সাহসও নেই বুকে
সমান স্বাদু স্থিতি ও জাড্য

## পদব্রজের পাঁচালি

প্রসন্ন খামার ছিল যৌথ-জাগরণে
তথাপি ভাঙিল স্বপ্ন টুকটুকে আহা...

কেহ সমবেত পদব্রজে ঘুমাইল পথে
কেহ মহার্ঘ ভাবিয়া কিছু সপাটে ধরিল
কেহ ক্লান্তি উড়াইয়া খেদে ছুটিল সবেগে
কেহ জনান্তিকে শানাইল তীব্র স্মৃতিকথা
কেহ দেখি না কী হয় বোধে সাজিল দর্শক
কেহ কান্তারে ফুটিল যেন হেমাভ মন্দার

আর আমি...
মুর্দাগাঁয়ে বিঁধে থাকা মূঢ় সূত্রধর
শব-জাগানিয়া সূত্র স্মৃতিতে ধরিয়া
কবন্ধের মতো নাচি বিষাদে বিরহে...



## আমি

১
যদি ভুল পদে হই নিবেদিত
থাকি
প্রণাম বিরত...

২
ভাসি
বহুদিন বিকীর্ণ বালিতে নুড়িতে মাখামাখি
আসি...

৩
পথেরা সভায় গেছে
সভারা বিপথে
আমি তো গৃহাভিমুখী
হাঁটি বাঁধা গতে...

## তৃণস্য তৃণ

আমি তো তৃণস্য তৃণ
গুণগ্রাহী পাখি
গুণীজন পদরজ
নিত্যদিন মাখি

মাখি প্রকাশ্য আলোয়
গাই গুণগান
পায়ে ঠেলি মাৎসর্য
বিষের দোকান...



## দেবাশিষগাছ

এই কদলীপত্র ধান ও দূর্বা
এই অগুরুচন্দন এই সুরভিত বায়ু
এই নিশিরাত বাঁকাচাঁদ গান

অনেক আগেই হওয়ার ছিল এইসব

শিমুলতুলোর জীবন ছিল এতদিন
স্রোতের শৈবাল জীবন ছিল এতদিন
তুঁষের আগুন জীবন ছিল এতদিন

আজ দেখো দেবাশিষগাছ আমূলপ্রোথিত

ও হাওয়া ওড়াও তাকে
ও জল ভাসাও তাকে
ও আগুন পোড়াও তাকে দেখি...

## পৃথিবী যেভাবে রজঃস্বলা থাকে

পৃথিবীর গহনপ্রদেশে
অকস্মাৎ মেঘ ছিঁড়ে যে জ্যোৎস্না
চলকে পড়েছিল
আমরা জন্মেছি তার রেণু থেকে

জ্যোৎস্নার চোরাস্রোত
মজ্জায় নিহিত বলে
আঁধার নিকষ হলে
শুরু হয় আমাদের শ্বাসটান

শ্বাসটান শুরু হলে মনে পড়ে
গাছেদের কথা

গাছেরাও জ্যোৎস্নাসম্ভূত
তাদের শরীর ধরে
অর্কপ্রভ ফল
সেইসব ফল ফেটে কার্পাসের মতো
অনর্গল উড়তে থাকে
তুলোর পাখিরা

পাখিদের ঠোঁটে থাকা বীজ
গহনপ্রদেশ ঠিক খুঁজে নেয়

এভাবেই পৃথিবী রজঃস্বলা থাকে...



## পুষ্করিণীকে

কেবল একটি কাজ ঢেউ তুলে দেওয়া

তোমার স্নাতক নই তবু
আয়না-ভ্রমে মুখশ্রী দেখেই
মরণকাল ঘনাল আমার

নচেৎ জলের কেউ নই আমি
স্থলের কেউ নই আমি
মৃদু এক বায়বীয় জীবন আমার

কেবল একটি কাজ ঢেউ তুলে দেওয়া

দেখো কে আসে পানের জন্য
দেখো কে আসে স্নানের জন্য
আমাকে দেখো না

আমি একটি-দুটি মাছের প্রত্যাশী
মাছরাঙাটিও না

আমার একটি কাজ ঢেউ তুলে দেওয়া

## আত্ম-প্রপীড়িত

দিলাম ছড়িয়ে অগণিত
পেলাম একটি দুটি ফিরে

নিলাম হাত ভরা শূন্যতা
ভরে উঠল আয়োজন

হলাম আত্ম-প্রপীড়িত
নিকট আত্মজনার ভীড়ে...

গেলাম অযাচিতের গ্রামে
দিল যত্নে বোনা আসন



## ফুরোনো দিনের খেই

স্রোতের বাইরে আজন্ম বাস করি
নেক-নজরের ইশারা করেছি হেলা
দেশে দেশে ঘুরে বুনো সাপখোপ ধরি
একদা ছিলাম শ্মশানী বাপের চেলা

সে দিনগুলোয় সবুজাভ এক চিল
আমার নিকটে ডানা ঝাপটালো এসে
আমি হাট করে হৃদকুঠুরির খিল
তার সাথে উড়ি নিদারুণ আশ্লেষে

সে উড়াল ছিল আরকগন্ধ মাখা
কর্ণপিশাচ মন্ত্র ঢালত কানে
সুকঠিন ছিল স্থির ডালে বসে থাকা
বুঝবে তারাই যারা দিনগুলো জানে

দিনগুলো ঠিক যেদিকে গিয়েছে বয়ে
সেদিকে আমার চেনা জানা কেউ নেই
ছবিগুলো তবু অ্যালবামে গেছে রয়ে
ফেরাচ্ছে তারা ফুরোনো দিনের খেই...

ধ্বজা ও ধ্বনির দাস পরবাসী হে

দেখাও এমন ভাব যেন অনাহুত নাভিহীন আমি
অযোনিসম্ভূত এ আমার দেশ নয় এই কামরাঙা ফুল
পথের ধুন্ধুল এই মাঠ এই গ্রাম নদী-খাল-বিল
অথবা শহর-শহরতলি গঞ্জ ও হাটের মৌরসিপাট্টা
বুকপকেটে রাখো তুমি যে-কোনও সময় দেখানোর
ধক আছে তোমার একার এই মিশ্রজাতের দেশে
তুমিই নির্ভেজাল অং বং বিশুদ্ধ রক্তবাহী ভেবে নিয়ে
গোপন গর্বে বুঝি ফুলে ফুলে ওঠো আর ধ্বনি দাও
ভুবনকাঁপানো যেন ফারাওদের আত্মা থেকে পাংশুগন্ধ মেখে
একবিংশ শতাব্দীতে সটান এনেছো বয়ে তুমি
শুদ্ধস্বর ও পবিত্র পতাকা...

ছড়িয়ে দিয়েছ খোলা দেশময় বদ্ধজলার গন্ধ যারপরনাই
দিচ্ছ চেতাবনি শ্বাস যদি রোধ হয়ে আসে তো যাও
যেখানে তোমার ভালো লাগে তুমি জানো কোথায় আমার
ভালো লাগে তাই ভূখণ্ডও দেগে দাও নির্বাসিতের
এ হেন হিম্মত দেখাও আজকে যেহেতু নিশান হারিয়ে
ভুল পথে বেপাড়ায় পা রেখে বেকুব হয়েছি বড়
সেহেতু সইতে হবে তোমার রোয়াব ও সারমেয়স্বর

তুমিই পাতাল থেকে পাঠক্রম তুলে এনে পাঠশালা খুলে
পড়াবে অচল পাঠ ধূপধুনো জ্বেলে সকলে ধন্য বলে
মগজ ফাটিয়ে ঘিলুর অঞ্জলি দেবে তোমার সমীপে
কার আর সতেজ কিংশুক আছে নিগুম কোঠায় ধিকিধিকি
জ্বলে আজও অনির্বাণ নিষেধ এড়িয়ে যেন পারসি আতার
সযত্নে অপেক্ষায় থাকে বসন্ত এসে কবে উষ্ণ ছোঁয়া দেবে...

এই বর্ণময় দেশে তুমি একটি রঙের স্রোতে সমূহ ডুবিয়ে
যার তকমা ছিঁড়ে নিতে চাও সে কি খুব কুসুমিত আছে
নেই আমি জানি ঠিক তোমার ও-পথ পাতালের দিকে
টেনে নিয়ে যায় শেষে নিশির ঘোরের মতো একমুখীন
যা পিছনে ফেলে একুশ শতকে আমরা যোজন যোজন পথ
এগিয়ে এসেছি বিনম্র আলোর দিকে সেদিকে আবার তুমি
ফিরতে চেয়েছ পরম আগ্রহে কী তোমাকে দেবে সেই



জাফরানি পূতিগন্ধী দিন কেবল পবিত্র ধোঁয়া অর্থহীন ধ্বনি

তুমি জানো আমাদের শস্যদেবতারা মাঠে মাঠে ব্রীহি বুনে
অনাবিল জীবনের গান যেত গেয়ে মাঝিরাও তাই
অথবা মানবজমিনজোড়া চাষবাসে ছিল যারা তারাও
নিরঞ্জন হেঁকে অমায়িক গেয়ে যেত মানুষের গান...
তোমার ভিতর খুঁজে দেখো তুমি কী রয়েছে অমূল্য আধার
যা রেখেছে ধরে অনন্ত সিম্ফনি শুদ্ধ সমবেত স্বর

এমন আওয়াজ তোলো সবার গলায় যেটা সাবলীল খোলে
এমন ওড়াও ধ্বজা বেবাক জনতা যা কাঁধে নিতে পারে
এ কেমন ধ্বনি দাও উন্মাদজাগানো এ কেমন নিশান তোলো
মৃত্যু-জাগানিয়া...